গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(www.bkkb.gov.bd)

বিষয় : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৫/১০/২০১৭ খ্রি.তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম সমন্বয় সভার কার্য বিবরণী।

সভাপতি : শিরিন আখতার, মহাপরিচালক(সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সভার তারিখ : ১৫/১০/২০১৭ খ্রি.

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভার স্থান : বোর্ডের সভা কক্ষ।

সভায় কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

৩। পরিচালক (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, বোর্ডের ০৯/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল কর্মকর্তাগণের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর সংশোধন/সংযোজন সম্পর্কে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

৪। পরিচালক (প্রশাসন) সভায় ০৯/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১০তম সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় উপস্থাপন করেন। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে নতুনভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ফ্লোরভিত্তিক পরিকল্পনা প্রতিস্বাক্ষর করে ১৯/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। চট্টগ্রাম ও খুলনার বহুতল ভবনের নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে আগামী ১ মাসের মধ্যে নকশা প্রণয়ন করে বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করার জন্য পুনরায় তাগিদ পত্র দেয়ার জন্য বলেন। উক্ত সময়ের মধ্যে নক্শা প্রণয়ন করতে না পারলে স্থাপত্য অধিদপ্তর এর পরিবর্তে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নকশা তৈরি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	১। বোর্ডের চট্টগ্রাম ও খুলনা কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়নের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ১ মাসের মধ্যে নকশা প্রণয়নের জন্য তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে এবং ১ মাসের মধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর নকশা প্রণয়ন করতে না পারলে বোর্ড আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নকশা তৈরি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। পরিচালক (উন্নয়ন) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়। ২। উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও খুলনা।
২।	মাসিক কল্যাণ ভাতার	সভায় অবহিত করা হয় যে, সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখা তাদের সংশ্লিষ্ট সকল	১। বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ সোনালী ব্যাংকের	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান

	কার্ডভিত্তিক হিসাব ব্যাংক ও বোর্ডের প্রধান এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের রিকনসাইল করে সমন্বয় করা	শাখা হতে মেয়াদোত্তীর্ণ আদেশনামা ফেরত এবং ২০০৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল কাজ ২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবেন। প্রধান কার্যালয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ ২১,০০০ কার্ডের মধ্যে ১৫,৬১২ টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যাংকের সাথে রিকনসাইল এর কাজ চলছে। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকার উপপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ২,০২৩ টি কার্ডের মধ্যে ৮০৪ টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর উপপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ১২৩৪ টি কার্ডের মধ্যে ৫২১ টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী এর উপপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ২২৫৯টি কার্ডের মধ্যে ৬৬০ টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা এর উপপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ১০৩২টি কার্ডের মধ্যে ৫৬০ টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর উপপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ৮৯৬ টি কার্ডের মধ্যে ৪৪৮টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর উপপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ৪৫৭ টি কার্ডের মধ্যে ১৫টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর এর উপপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ২৭১ টি কার্ডের মধ্যে ১৮৭টি কার্ড ফেরত প্রদান করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের রাজশাহী কর্পোরেট শাখা বোর্ডের রাজশাহী কার্যালয়ের নিকট ১৩,৫৮,১৬,৩৬৪/- এবং বরিশাল কর্পোরেট শাখা সংশ্লিষ্ট বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় বরিশাল এর নিকট ৩,৮৮,৬৮,৫১৫/- পাওনা আছে বলে জানা যায়। সে প্রেক্ষিতে রাজশাহী কার্যালয়কে ৫.০০ কোটি টাকা এবং বরিশাল কার্যালয়কে ১.৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা নতুন সফটওয়্যার মাধ্যমে এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্নের পর পরিশোধ করা যেতে পারে মর্মে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।	সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইলের কাজ তদারকি করবেন; ২। রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের নিকট সোনালী ব্যাংকের বকেয়া পাওনা টকা নতুন সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাব সম্পন্ন করার পর পরিশোধ করা হবে।	কার্যালয়, ঢাকা। ২। উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
৩।	তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাদি (আইটি ফ্যাসিলিটিজ) ও প্রশিক্ষণ	সভায় অবহিত করা হয় যে, প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য বছরে ৬০ ঘন্টা আবশ্যিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করে সকল কর্মচারীকে	প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য বছরে ৬০ ঘন্টা আবশ্যিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে সকল কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ২। উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয়

		প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।		কার্যালয়সমূহ।
৪।	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির আবেদন নিষ্পত্তি	পরিচালক (প্রশাসন) সভায় ০৩/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০৫.৪১.০১৬.১৩.১১০৭ (১৬) স্মারকে বিভাগীয় কার্যালয়ে চিকিৎসা অনুদান, কল্যাণ ভাতা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক রিকনসাইল, শিক্ষাবৃত্তির জন্য অনলাইন সফটওয়ার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে কম্পিউটারের সঙ্গে Broadband Internet & LAN সংযোগের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। হয়েছে। সহকারী প্রোগ্রামারগণ সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে যাবতীয় কার্যক্রম সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।	বিভাগীয় কার্যালয়ে চিকিৎসা অনুদান, কল্যাণ ভাতা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক রিকনসাইল, শিক্ষাবৃত্তির জন্য অনলাইন সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ২। উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ। ৩। প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারগণ।
৫।	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তি	বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের কল্যাণ ভাতার অনিষ্পন্ন নথিসমূহের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ২ মাসের মধ্যে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে পত্র দিয়ে নথির কার্যক্রম স্থগিত রাখার ব্যাপারে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।	বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের কল্যাণ ভাতার অনিষ্পন্ন নথিসমূহের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
৬।	কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার আবেদন কর্মচারীর সর্বশেষ কর্মস্থল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় হতে নিষ্পন্ন করার পর আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী ব্যাংকের শাখায় কার্ড প্রেরণ	পরিচালক (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার আবেদন কর্মচারীর সর্বশেষ কর্মস্থল হতে যথানিয়মে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। অন্য বিভাগের কল্যাণ ভাতার আদেশনামা প্রেরণ রেজিষ্টার নামে একটি রেজিষ্টারে এ ধরণের আদেশনামাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সভায় আলোচনা করা হয় যে, প্রধান কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয় হতে পৃথক কার্ড নম্বর দেওয়া হচ্ছে। আবার অন্য বিভাগে ব্যাংকের শাখার নাম হওয়ায় উক্ত কার্ড প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় প্রেরণ করা হচ্ছে এবং ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে যা পরবর্তীতে রিকনসাইল করার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হবে। এ প্রেক্ষিতে সভায় সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের কার্ড নম্বর এক এবং অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য সফটওয়ারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১। চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২। প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় হতে এক এবং অভিন্ন কার্ড নম্বর দেওয়ার জন্য সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
৭।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটের চাহিদা ও পর্যালোচনা	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটের চাহিদা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দু একটি বিভাগ ছাড়া প্রায় সকল বিভাগই তাদের পূর্ববর্তী অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে না পারলেও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটের চাহিদা পূর্বের বছরের তুলনায় অনেক বেশি প্রদান করেছেন। তাদের চাহিদা পর্যালোচনা করে সংশোধিত আকারে চাহিদা প্রদান এবং পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত অর্থের সমন্বয় করে বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে বলে সভায় মহাপরিচালক মতামত প্রদান করেন।	পূববর্তী অর্থবছরের খাতওয়ারি অব্যয়িত অর্থের সাথে সমন্বয় করে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রনয়ণ করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়।

৮।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সভায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এতে সকল বিভাগের চুক্তির কার্যক্রম যথাযথ না হওয়ায় চুক্তির শর্ত পূরণের উপর গুরত্বারোপ করা হয়। কেননা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কোন কোন বিষয় যেমন ই-ফাইলিং, অনলাইনে আবেদন গ্রহণসহ অনেক কাজের তদারকি সরাসরি মন্ত্রণালয় ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় হতে করা হয়। কাজেই এ বিষয়ে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই বলে মহাপরিচালক সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।	ই-ফাইলিং, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি জোরদার করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
৯।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ের সাথে বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের সাথে বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং সকল বিভাগের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে বাস্তবায়ন এবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
(শিরিন আখতার)
(সচিব)
মহাপরিচালক